নমঃ ভগবতে নারায়ণ রাজরাজেশ্বরায়
নমঃ ভগবতে শিব কাশীশ্বরায়

আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবার, হাওড়া

Datta Chowdhury family of Andul, Howrah

PRESS-RELEASE

সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় ও ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

****

Revised Edition-V, 2024 CE

হাওড়া জেলা অন্তর্গত আন্দুল মৌজা ও তদনুগত অঞ্চল হইতে দত্তচৌধুরী পরিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বংশ রূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের কৌলিক পদবি ‘দত্ত’ ও অঙ্গিরস প্রবর ভরদ্বাজ গোত্র। বর্ণে ইঁহারা ক্ষত্রিয় ও জাতিতে দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণী কায়স্থ। দশম শতাব্দীত হইতে গৌড়াধিপতি আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে যাইলে তাঁহার রাজ্যে ও পার্শ্বর্ত্তী অঞ্চলগুলি হইতে যজ্ঞের উপযুক্ত উত্তম দ্বিজদিগের অভাব বোধ করিয়া সেই সুদূর কান্যকুব্জ দেশ হইতে দশ দ্বিজ (পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ যাগ্নিক ক্ষত্রিয়) আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অন্যতম সুদত্ত কুলোদ্ভব শিবদত্ত পুত্র পুরুষোত্তম দত্ত। যজ্ঞানন্তরে গৌড়েশ্বর প্রার্থনা রক্ষার্থে তেঁহারা গৌড়দেশ অবস্থান করিয়া ছিলেন। গোষ্ঠীপতি পুরুষোত্তম দত্ত মল্লারপুর গ্রাম রাজপ্রদত্ত প্রাপ্ত করিয়াছিলেন, যাহা ইঁহাদিগের বঙ্গদেশ হইতে প্রথম সমাজ রূপে ধারণা হয়। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার উত্তরসূরিগণ গৌড়াঞ্চল হইতে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী বালিগ্রাম চলিয়া আসিলে তাঁহাদিগের ‘বালির দত্ত’ বলিয়া সম্মোধন করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে ঐ বালিগ্রাম হাওড়া জেলাধীন।

কুলশ্রেষ্ঠান্বয়ে জাতো দত্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
অতস্তস্য ভরদ্বাজগোত্রস্যাঙ্গিরস্য চ।
প্রবরঃ স্থাপিতো দেবৈবার্হস্পত্য ইতিস্মৃতিঃ।।

বখতিয়ার খিলজি যে কালে তুর্কি-আফগান হইতে বাংলায় আসিয়াছিলেন, সে কালে বাংলা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, যথা – রাঢ়, বাগড়ি, বঙ্গ, বারেন্দ্র ও মিথিলা। পরবর্ত্তিকাল হইতে বঙ্গভূমি বিভক্ত হইল তিনটি অঞ্চলে, যথা – লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম ও সপ্তগ্রাম। তদন্তরে দক্ষিণবঙ্গের সপ্তগ্রাম অঞ্চলটি পুনরায় তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে (পরগনা) বিভক্ত হয় – সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকার, সুলাইমানাবাদ সরকার ও মান্দারন সরকার। সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকারের পশ্চিমদিগ হইতে অবস্থিত ছিল মান্দারণ সরকার, উত্তরদিগ হইতে সুলাইমানাবাদ সরকার, দক্ষিণদিগে বঙ্গোপসাগর ও পূর্ব্বদিগ হইতে বাকলা সরকার।

সপ্তগ্রাম সরকার অন্তর্ভুক্ত তিপ্পান্নটি পরগনা হইতে দক্ষিণদিগন্তে অবস্থিত ছিল মুজঃফরপুর পরগনা। ইহার সীমা হুগলি ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের সংগমস্থল নিকট সুবিস্তৃত ছিল। জলপথের এহেন অস্তিত্ব ঐ পরগনাকে একটি উর্বর ও কৃষিজাত উৎপাদনশীল অঞ্চলরূপে পরিণত হইয়াছিল। এটি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর অঞ্চল। বর্ত্তমানকালের সালকিয়া, বালি-বেলুড়, শিবপুর, হাওড়া নগর, সাঁকরাইল, আন্দুল, উলুবেড়িয়া, ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, বাগনান, ইত্যাদি লইয়া গঠিত ছিল ঐ পরগনা।

১৩৮০ – ৯০ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তম দত্ত হইতে দ্বাদশ পর্য্যায় দেবদাস (তেকড়ি) দত্ত তাঁহাদিগের বালিগ্রামের পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পিতা মুরারি দত্তের মুজঃফরপুর পরগনার বিস্তীর্ণ এস্টেটের উত্তরাধিকারী হইয়া সরস্বতী নদীর পশ্চিম উপকূলস্থ আন্দুল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তেকড়ির পিতাঠাকুর মুরারি দত্ত সুলতান সিকান্দার শাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'বিশ্বাস' উপাধিধারী হইয়া কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তেকড়ি আন্দুল আসিয়া ভূম্যধিকার রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ২৫২ বিঘা ভদ্রাসন ভূমি হইতে বিস্তৃত ছিল তাঁহার প্রাসাদ বাটি। আন্দুল জনপদে সে হইতে দত্তবংশের প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে।

দত্ত মহাশয়ের সমাজ হইতে উচ্চপদস্থ অবস্থান বিবেচনা করিয়া, তদানীন্তন সুলতান সিকান্দর শাহ তাঁহাকে সে (মুজঃফরপুর) পরগনার রাজস্ব

আদায়কারী পদে অভিষিক্ত করিয়া চতুরঙ্গ প্রদান করিয়া ছিলেন, যথা পাইক, গজ, অশ্বাদি। ঐ চতুরঙ্গের কারণ ইঁহাদিগের চতুরঙ্গধরী (বা চতুরধরী) রূপে 'চৌধরী' যা অপভ্রংশে 'চৌধুরী' নামে জানা যাইতো।

বাংলার সুলতানদিগের যুগে একজন চৌধুরী ছিলেন প্রশাসন, রাজস্ব সংগ্রহ, বিচার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলার উপর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। ইঁহারা যে কেবলই মাত্র ভূমি কর সংগ্রহকরণ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন তা নহে, কৃষিজাত উৎপাদনশীলতার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বেও থাকিতেন। ইঁহাদিগের প্রশাসনিক ভূমিকাও ছিল যাহা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইত। স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার এবং বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকিতেন। তাঁহারা পরগনাস্থ ছোটখাটো বিবাদ নিষ্পত্তি করাইতেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দণ্ডবিধিও প্রয়োগ করিতেন। তাঁহারা পারগনার প্রধান রূপে কার্য করিতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন। ফলত ইঁহারা প্রায়শই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট সুলতানি প্রশাসনের মুখ রূপে বিবেচিত হইতেন। ইঁহারা প্রায়ই রাস্তা, সেচ ব্যবস্থা, এবং স্থানীয় বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, যাহা স্থানীয় অর্থনীতির মঙ্গলার্থে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জমিদার তেকড়ি দত্ত ছিলেন পরগনা মুজঃফরপুরের সর্ব্বপ্রথম 'চৌধুরী'। তদনন্তর জমিদার তেকড়ি হইতে আন্দুল দত্ত বংশ 'দত্তচৌধুরী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, লোকমুখে 'আন্দুলের চৌধুরী'। অতএব, আন্দুল চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রথম পুরুষ হইলেন বালির দত্তকুলোদ্ভব জমিদার দত্ত মহাশয়।

ভূম্যধিকার এবং রাজপ্রদত্ত 'চৌধুরী' উপাধিধারী তদানুসারে তিনি সম্ভবত রাজস্বের চতুর্থাংশের অধিক অংশ স্বরূপ লাভবান হইতেন, যাহার কারন চৌধুরী বাটির কোষাগার ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া ছিল। তেকড়ি দত্ত তাঁহার সমাজ হইতে এক নৃপতিতুল্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এই হইতে আন্দুল জনপদে চতুরঙ্গাব্দের সূচনা।

তেকড়িস্তৎ কনিষ্ঠোপি বালিগ্রামং পরিত্যজন্।
চতুর্ধুরী প্বদং প্রাপ্য বভূব নৃপতুল্যকঃ।।
তেকড়ির্দ্দেবদাসোয়ং পিতৃলব্ধ ধনেন চ।
আন্দুলনগরে প্রাপ ভূম্যধিকারিকংপদং।।
সরস্বতীনদীতীরে পুণ্যপাদপমণ্ডিতে।
চতুর্দ্বারং দেবদাসঃ প্রাসাদং নির্ম্মমে পুরা।।

তেকড়ি দত্ত আগমন পূর্ব্বে আন্দুল গ্রামের প্রাচীন সমাজের কোনো উল্লেখ লভ্য হয় না। তিনি আগমন পশ্চাৎ ঐ গ্রাম হইতে সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব, ব্রিটিশ সরকার তেকড়ি মহাশয়কে আন্দুল জনপদের প্রতিষ্ঠাতা রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে। তেকড়ি বংশীয় চৌধুরীগণদিগের দপ্তর (কাচারি বাটি) ও বসতবাটি ছিল আন্দুল, এই কারণ তাঁহাদিগের মুজঃফরপুর পরগনার চৌধুরী বলিবার পরিবর্ত্তে 'আন্দুলের চৌধুরী' অন্যথায় 'আন্দুলের দত্তচৌধুরী' নামে অধিক পরিচিতি হইয়া থাকে।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের সূচনা

চৌধুরী তেকড়ি দত্ত হইতে ষষ্টম পুরুষ চৌধুরী ও জমিদার কন্দর্পরাম দত্তের তিনটি পুত্র সন্তান, যথা – রামশরণ দত্ত (বড় কুমার), গোবিন্দশরণ দত্ত (মেজো কুমার) ও হরিশরণ দত্ত (ছোট কুমার)। এই তিন কুমারের মধ্যে রামশরণ দত্ত জ্যেষ্ঠ ও যোগ্য হইবার কারণ পিতা কন্দর্পরামের অবসর গ্রহণ পশ্চাৎ চতুরঙ্গদলাধীপতি হইয়া মুজঃফরপুর পরগনার পরবর্ত্তী চৌধুরী হইয়া প্রশাসন, রাজস্ব সংগ্রহ, বিচার ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিচালিত করিতেন।

আন্দুল দত্তচৌধুরী কুলে বর্ত্তমানকাল হইতে যে শারদোৎসব উদযাপন হইয়া আসিতেছে তাহা ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ) চতুরঙ্গদলাধীপতি শ্রীমান্ রামশরণ দত্ত (১৫৪৮-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) কর্ত্তৃক শুভারম্ভ হইয়া ছিল।

শ্রীদুর্গা মণ্ডবং স্থাপ্য শারদীয়ার্চ্চনং তথা।
বোধনেন নবম্যাদিকল্পেন সমকল্পয়ৎ।।

পিতামহাজ্ঞয়া সোপি সর্ব্বগার্হস্থ্যকর্ম্মষু।
গোস্বামিভ্যা দদৌমালংসজ্জনেভ্যা মহাপতিঃ।।
সাত্ত্বিকেন বিধানেন দেবী পূজাদিকর্ম্মষু।
পশ্বাদিবধ কার্য্যঞ্চ নিষিদ্ধঃ তেন সাধুনা।।
শ্রীরামশরণস্তস্মিন্নান্দুলনগরে বসন্।
চতুর্ধুরী রাজকার্য্যমকরোৎ বহুযত্ন তঃ।।

মেজো হরিশরণ দত্ত আন্দুল ত্যাগ করিয়া তৎকালীন মুড়াগাছা পরগনাস্থ বরদা গ্রামে বসবাস করিয়া ছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে জ্ঞাতি বিরোধি ভারতবর্ষে চিরদিন সর্বনাশ করিয়া আসিয়াছে। মুজঃপুরের বৃহৎ জমিদারির অধিকাংশ কুমার চৌধুরী রামশরণ দত্তের হস্তগত হওয়ায় মেজোকুমার গোবিন্দশরণের সহিত এক ভয়ানক বিবাদ লাগিয়া ছিল। ১৫৮৪ খ্রীঃ অর্থমন্ত্রী টোডর মল, বাদশাহ আকবরের নবজিত বাংলা, বিহার ও উৎকল প্রদেশ হইতে খাজনা বন্দোবস্ত করিতে আসিলে গোবিন্দশরণ দত্ত সেই কালে তাঁহার অধীনস্থ আমিনের পদ প্রাপ্ত করিয়া ছিলেন। এই সুযোগে তিনি তাঁহার অগ্রজ চৌধুরী রামশরণ দত্ত হইতে প্রতিশোধ লইবার বিলক্ষন সুযোগ প্রাপ্ত করিয়া তাঁহার পরগনাস্থ খাজনার হার অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ মন্ত্রী নিকট প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। অধিকাংশ ভূম্যধিকারীরদের এতদ্দ্বারা করবৃদ্ধি দর্শন করিয়া গোবিন্দশরণ মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট নিজ খ্যাতি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলন। মন্ত্রী মহোদয় পুরস্কাররূপে তদ্বিষয়ে সম্রাট আকবর নিকট নিবেদন করিলে সম্রাট দত্ত মহাশয়কে কলিকাতার দক্ষিণদিগে ভাগীরথী নদীতীরে অবস্থিত 'বাদর রসা' নামক চরভূমি নিষ্করররূপে প্রদান করিলেন। তদনন্তর সে স্থান গোবিন্দশরণের নামানুসারে 'গোবিন্দপুর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বর অপূর্ব্ব দুর্গ ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইয়া ছিল। গোবিন্দশরণের প্রপৌত্র রামচন্দ্র দত্ত গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া উত্তরদিগে চিৎপুর গমন করিয়া অবশেষে হাটখোলা আসিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস শুরু করিলেন। অতঃপর তাঁহার উত্তরসুরিগণ 'হাটখোলার দত্ত' নামে পরিচিতি লাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে যে গোবিন্দশরণ দত্ত তাঁহার অগ্রজ রামশরণ হইতে প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রভাব খাটিয়া বাদশাহী সৈন্যদিগের সহযোগে তাঁহার পৈতৃক স্থান আন্দুল লুন্ঠন করাইয়া বিবিধ সম্পত্তি সহ কুলবিগ্রহ লইয়া যান। অতএব, আন্দুলে রামশরণ 'রাজ-রাজেশ্বর' শালগ্রাম পুনরায় কুলদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। একে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত, অন্যদিকে অতিরিক্ত হারে খাজনা বৃদ্ধির দায়, উড়িষ্যার পাঠান এবং আরাকান হইতে মগদিগেরা আসিয়া প্রায় উপদ্রব করায় রামশরণ বিশেষ বিপদগ্রস্থ হইয়া ১৬০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র, যথা– মহেশচন্দ্র, শিবনাথ, জগন্নাথ, পার্ব্বতীচরণ, পরমচাঁদ এবং কাশীশ্বর। রামশরণ যখন পরলোক গমন করিলেন তখন তাঁহার দ্বিতীয় রানী অন্তঃসত্ত্বা। পিতার মৃত্যুকাল হইতে যাঁহারা সাবালক ছিলেন তাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন যে জমিদারি রক্ষণ তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। অগত্যা দেবোত্তর ভিন্ন অপর সমস্ত জমি হস্তান্তর হইয়া গেল। এরূপ পূর্ব্বে লিখিত আছে।

দ্বিতীয় চৌধুরানীমাতা (ছোট রানীমা) তথা রামশরণ দত্তের দ্বিতীয় সহধর্ম্মিণী গর্ভবতী হইবার কারণ পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান হুগলি জেলা অন্তর্গত বৈদ্যবাটী গ্রামে। ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে পিত্রালয় তিনি জন্ম দিয়াছিলেন এক পুত্র সন্তান, তথা চৌধুরী কুলের সে কালের সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার নাম কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর নিকট খুড়দা নামক একটি অঞ্চলের নৃপতি ছিলেন পুরুষোত্তম দেব। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া উড়িষ্যার রাজ্যপাল পদে হাসিম খাঁকে নিযুক্ত করেন। সেই কাল হইতে মুঘল সরকার পুরুষোত্তম দেবকে নানা প্রকার অত্যাচার করিত। সেই অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইতে উনি তাঁহার রাজ্য হইতে একবার পলায়ন করিয়া ছিলেন। অবশেষে ১৬২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, রাখিয়া গিয়াছিলেন নরসিংহ নামক তাঁহার এক পুত্রসন্তান। তখন

আহমেদ বেগ ছিলেন উড়িষ্যার রাজ্যপাল। ঐ আহমেদ বেগও খুড়দা আক্রমণ করিয়াছিলেন। ওদিকে চতুর্থ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর সহিত উনার পুত্র প্রিন্স খুররাম (শাহ জাহান)-এর কোনো একটি বিষয় লইয়া বিবাদ বাঁধিয়া গিয়াছিল। তাই সম্ভবতঃ নরসিংহকে সাহায্য করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে গোলকুণ্ডা (হায়দরাবাদ) হইয়া উড়িষ্যা আসিয়া ছিলেন প্রিন্স খুররাম। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহ জাহান সহিত নরসিংহদেবের সেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শাহ জাহান উড়িষ্যা আসিলে নরসিংহ দেবের অনেক উপকার হইয়া থাকে।

উড়িষ্যার কার্য সমাপ্ত হইলে শাহ জাহান বঙ্গপ্রদেশের উদ্দেশ্যে পারি দিয়াছিলেন। সেখানে আসিয়া সপ্তগ্রাম পরিদর্শনার্থে জাহ্নবী হইতে সাঁকরাইল হইয়া সরস্বতী নদী দিয়া বাজরাযোগে যাত্রা করেন। কাশীশ্বর চৌধুরী তখন সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক এক কিশোর, মুখমণ্ডল ও দেহখানি নাকি ছিল তাঁহার অত্যন্ত সুন্দর। মুঘল সাম্রাজ্যকালে দরবারি ভাষা ফার্সি হইবার কারণ কাশীশ্বর সে ভাষা হইতে ছিলেন দক্ষ। তাই খুররাম আসিবে জানিতে পারিয়া ঐ দরবারি ভাষায় একটি দরখাস্তে তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদা এবং তৎকালীন শোচনীয় অবস্থার ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া সরস্বতী নদীতীরে দণ্ডায়মান হইলেন। অমন এক কিশোরকে ওরম একটি দরখাস্ত লইয়া দাঁড়িয়া থাকিতে দেখিয়া খুররাম তথা শাহ জাহান বাজরা থামিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। কাশীশ্বর অকুতো ভয় যথাবিধি অভিবাদন জানাইয়া সেই দরখাস্তটি খুররাম নিকট সম্মর্পণ করিলেন। দরখাস্ত পাঠ করিয়া দত্তচৌধুরীদিগের কতক জমিদারি প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

পরিবারের বর্ত্তমান দুর্গাদালান

আন্দুলে তাঁহাদিগের পৈতৃক জমিদারি পুনরুদ্ধার করিয়া, কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী তাঁহার অগ্রজদিগের সহিত সে স্থান হইতে স্থায়ীরূপে বসবাস আরম্ভ করিয়া ছিলেন। আনুমানিক ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে, পূর্বপুরুষদিগের পুরাতন প্রাসাদ তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা এবং দুর্গাদালান নির্ম্মাণ করান, যেখান হইতে তাঁহাদিগের পিতা

ঠাকুর রামশরণ কর্ত্তৃক দুর্গাপূজা বজায় রাখিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান সরকারের খাতাবন্দি হইতে ঐ স্থানসমূহ দত্তচৌধুরীদিগের নামানুসারে 'চৌধুরী পাড়া' নামে নথিভুক্ত হইয়া আছে।

পূর্ব্বে কোনো এক কালে পরিবার হইতে তাঁহাদিগের দুর্গাদালন সংলগ্ন একটি দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া পরিবারের কুলদেবতা রূপে একটি দিব্য বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইয়া থাকে, যাহা পরবর্ত্তীকালে কাশীশ্বর চৌধুরীর স্মরণার্থে নামকরণ করা হইয়াছে। কুলপ্রথা অনুযায়ী, উক্ত দেবতার সেবার্থ্যে '৺শ্রীশ্রীকাশীশ্বর দেবোত্তর' নামধেয় কিছু সম্পত্তি নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। পরিবারের দেবোত্তর প্রাঙ্গনে পারিবারিক আরো তিনটি শিবালয় লক্ষ্য করিয়া যায়, যথা –

১. বিশ্বেশ্বর শিব (১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ)।
২. নকুলেশ্বর মহাদেব (১৯ শতক)।
৩. সৌরেন্দ্রমোহনেশ্বর শিব (শ্বেতলিঙ্গ)।
(প্রতিষ্ঠাতাঃ অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী, ১৯ শতক)।

আন্দুলে দত্তচৌধুরী পরিবারের দুর্গাদালান আনুমানিক ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ভাদ্রমাসে সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হইয়া যায়। তৎকালীন উত্তরসূরিগণ পর বৎসর মধ্যে পাঁচ খিলান বিশিষ্ট বৃহৎ দুর্গাদালান নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহা আজও বর্ত্তমান।

পরিবারের ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপুজোর বৈশিষ্ট

ইঁহাদিগের শারদোৎসব হাওড়া জেলার মধ্যে অতি প্রাচীন ও খ্যাতিমান। দেবী বর্ত্তমানে অস্থায়ী মৃন্ময়মূর্ত্তিতে দশভুজা সসিংহ মহিষমর্দিনী, সরস্বতী,কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশ যুক্ত ডাকের সাজ হইতে টানাচৌড়ি চালচিত্রে (অপর নাম 'চৌধুরী চালি') পারিবারিক দুর্গাদালানে মৃত্তিকার বেদির উপর পূজিতা হন। কুলদেবতা রাজরাজেশ্বর নারায়ণের ভগিনী রূপে এখান হইতে দেবী 'রাজরাজেশ্বরী', তিনি দক্ষিণা, অর্থাৎ দক্ষিণমুখী। মৌজা মহিয়াড়ীর প্রশস্ত অঞ্চল হইতে ব্যাচারাম অধিকারী ও তাহার পুত্র সমীর

অধীকারী ছিল একমসয় ইঁহাদিগের জাত পোটো। বর্ত্তমাকালে সে অঞ্চল হইতে অসিত হালদারের তত্ত্বাবধানে দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বাহুড়া যাত্রা (উল্টো রথ) দিবসে কাঠামো পূজা হইয়া থাকিত, বর্ত্তমানে তাহা জন্মাষ্ঠমী দিবসে হইয়া থাকে। দেবী সরস্বতীর চালিতে অঙ্কিত থাকে দক্ষিণাকালীকার চ্চিত্র, দেবী লক্ষীর চালিতে দেবী জগদ্ধাত্রী ও দেবী দুর্গার চালিতে শ্রীঅনন্ত বিষ্ণুদেব। দেবী দুর্গা ও লক্ষীর গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চন, সরস্বতীর শুভ্র, কার্ত্তিক পীতবর্ণ ও গণেশ গোলাপবর্ণ। লক্ষী ও সরস্বতী পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। লক্ষীর চালির উপর জয়া, দুর্গার চালির উপর ধ্যানস্থ মহাদেব ও সরস্বতীর চালির উপর বিজয়ার ক্ষুদ্রমূর্ত্তি নিহিত থাকে। ঠাকুরদালান হইতে প্রতিমা নির্ম্মাণকার্য হইয়া থাকে। পূজাদিকর্ম্ম সম্পন্ন হয়.বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও গুপ্ত প্রেস মতানুসারে। এ পরিবারে বোধন বসিয়া থাকে কৃষ্ণনবমী তিথীতে আর সমাপ্ত ঘটে দুর্গানবমীতে, অর্থাৎ দেবী চণ্ডিকার কল্পারম্ভ ও ঘট বসিয়া যায় মূল পূজার ঠিক দ্বাদশ দিবস পূর্ব্বে। শ্রীধাম পুরুষোত্তমের লম্বা জিবেগজা দেবীর প্রসাদের মধ্যে অন্যতম। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই ত্রিদিবস ব্যাপী দেবীর উদ্দেশ্যে অন্নভোগ সেবা নিবেদন করা হইয়া থাকে; সপ্তমী ও অষ্টমী খিচুড়ি এবং নবমী হইতে পোলাও; পূর্ব্বে লুচি ভোগ নিবেদিত হইতো। পুরাতন রীতি মানিয়া বর্ত্তমান সদ্যসদিগের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ কালে ‘বাবা, রামশরণের কড়াই ধর’ বলিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, যাহার অর্থ হইল যে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামশরণের যে ক্ষতি হইয়া ছিল বা রামশরণের সময় হইতে পরিবারে যে ক্ষতি হইয়া ছিল, তাহা পূরণ করিয়ো। মহাষ্টমী দিবসে কালোপ্রদীপের আরতি এ পরিবারের বিশেষ রীতি, যাহার অর্থ জীবন হইতে তমোগুণ দুর করিয়া আলোকিত করে তোলা। ছাগবলি বহুপূর্ব্বে স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থান হইতে আসিয়াছে আঁখবলি, চালকুমড়া বলি এবং চালের পিটুলি দিয়া মানুষাকৃতি তৈরী করিয়া ‘শত্রু বলি’, যাহার অর্থ হইলো ‘দত্তচৌধুরীদিগের শত্রু বিনাশ হক’। নবমী দিবস হইতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ কুমারী পূজা হইয়া থাকে, যা সমাজের সকল বর্ণের মানুষদিগদের সমানভাবে সম্মান করিবার বাণী বহন করিয়া থাকে। দেবী দুর্গা সকল বর্ণ ও

সমস্ত মানবজাতির রক্ষাকর্ত্রী রূপে গণ্য হইয়া থাকেন। অতএব এই পরিবার কোনো বর্ণভেদে বিশ্বাসী নহে। বিজয়া দশমীর সায়ংকালে বেদি হইতে দেবীকে অবতীর্ণ করিয়া দুর্গাদালান সম্মুখে উত্তরদিগ্বমুখী করিয়া রাখা হয়। পরিবারের বৌরানীদিগেরা দেবীকে কনকাঞ্জলি দিয়া বরণ করিয়া থাকেন। এককালে আন্দুল পরিসর হইত অবস্থিত ঝোড়হাট গ্রামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকগণ দেবীমূর্ত্তি তাহাদিগের স্কন্দ করিয়া শোভাযাত্রা সহিত আন্দুল দুলেপাড়া নিয়া যাইত। ঐ শোভাযাত্রায় চৌধুরী পরিবারের কোনো কন্যা ও মহিলাদিগের অংশগ্রহণ নিয়ম নাই। সেখান হইতে দুলে সম্প্রদায়ের বধূরা বরণ করিবার পর দেবীকে শোভাযাত্রা সহিত পুনরায় চৌধুরী পাড়া নিয়া আসিয়া পরিবারের দুর্গাদালান নিকট বাবু রায়বাহাদুর মাধব চন্দ্র দত্তচৌধুরী নির্ম্মিত পরিবারের দেবোত্তর জলাশয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হইয়া থাকে। অতীতে পবিত্র সরস্বতী নদী হইতে প্রতিমা নিরঞ্জনকার্য সম্পন্ন হইয়া থাকিত, কারণ সে সময় ঐ নদীর জলস্রোত অতিশয় প্রখর ও বিস্তীর্ন ছিল। যেহেতু এটি জমিদার বংশের পূজা, অতএব স্থানীয়দিগের অংশগ্রহণ বিশেষ দৃষ্টিগোচর, কারণ রামশরণ দত্তচৌধুরী মহাশয় যেকালে এই পূজা আরম্ভ করিয়া ছিলেন, সেকালে সে অঞ্চল হইতে দুর্গাপূজা বলিতে এই একটিই। প্রজা, কর্ম্মচারী সহ গোটা গ্রামবাসী আনন্দে মাতিয়া উঠিত চৌধুরী বাবুদিগের দুর্গাপূজার ঢাকের ধ্বনিতে। এ কুলে দুর্গাপূজা ব্যতীত দুর্গাদালান হইতে আর কোনো মূর্ত্তিপূজার নিয়ম নাই।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

১. বসন্ত চৌধুরী (১৯২৮ – ২০০০), বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পী।

২. প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (১৮৫১-১৯০৯), সুবিখ্যাত 'কলিকাতা ইতিবৃত্ত' রচনাকার।

৩. অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮), লেখক ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাটির ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সহচর সেই 'অক্ষয় বাবু'।

৪. শরৎ কুমারী (বসু) চৌধুরানী (১৮৬১ – ১৯২০), লেখিকা ও অক্ষয় বাবুর সহধর্ম্মিণী।

আন্দুল দত্তচৌধুরী কুলের একদেশ কারিকা

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজস্থ কায়স্থ ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্তকুলের প্রথম পুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে দ্বাদশ পর্য্যায় ছিলেন আন্দুল দত্তচৌধুরী কুলের প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী দেবদাস (তেকড়ি) দত্ত।

চৌধুরী দেবদাস (তেকড়ি) দত্ত
(বালিগ্রাম হইতে আন্দুল)

রত্নাকর চৌধুরী — রামকান্ত দত্ত

কামদেব চৌধুরী

কৃষ্ণানন্দ চৌধুরী (আন্দুল হইতে পুরী)

মাধবরাম দত্ত (চোঁয়া) — কন্দর্পরাম চৌধুরী (আন্দুল)

রামশরণ চৌধুরী (আন্দুল) — গোবিন্দশরণ দত্ত (গোবিন্দপুর) হাটখোলা দত্ত বংশ — হরিশরণ দত্ত বরদা গ্রাম (মুড়াগাছা পরগনা) দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মহেশ চৌধুরী — শিবরাম চৌধুরী — জগন্নাথ চৌধুরী — পার্ব্বতীচরণ চৌধুরী — পরমচাঁদ চৌধুরী — কাশীশ্বর চৌধুরী

রাজারাম চৌধুরী

কালীচরণ চৌধুরী — রামসুন্দর চৌধুরী

শ্যামসুন্দর চৌধুরী

ভৈরবচরণ চৌধুরী - কেশবচন্দ্র চৌধুরী - বিনোদবিহারী চৌধুরী

বিভূতিভূষণ চৌধুরী — অরুণচন্দ্র চৌধুরী — বনবিহারী (রজনীকান্ত) চৌধুরী — নিপেন্দ্রনাথ চৌধুরী

ললিত মোহন চৌধুরী — সমীর কুমার চৌধুরী

কাশীনাথ চৌধুরী — দিলীপ চৌধুরী (শঙ্কর / লাল)

সত্যব্রত চৌধুরী (ধনু) — কল্যাণ কুমার চৌধুরী — জয়ন্ত চৌধুরী — দেবীপ্রসাদ চৌধুরী — রবীন চৌধুরী — চন্দ্রনাথ চৌধুরী

ধ্রুব চৌধুরী — নন্দন চৌধুরী

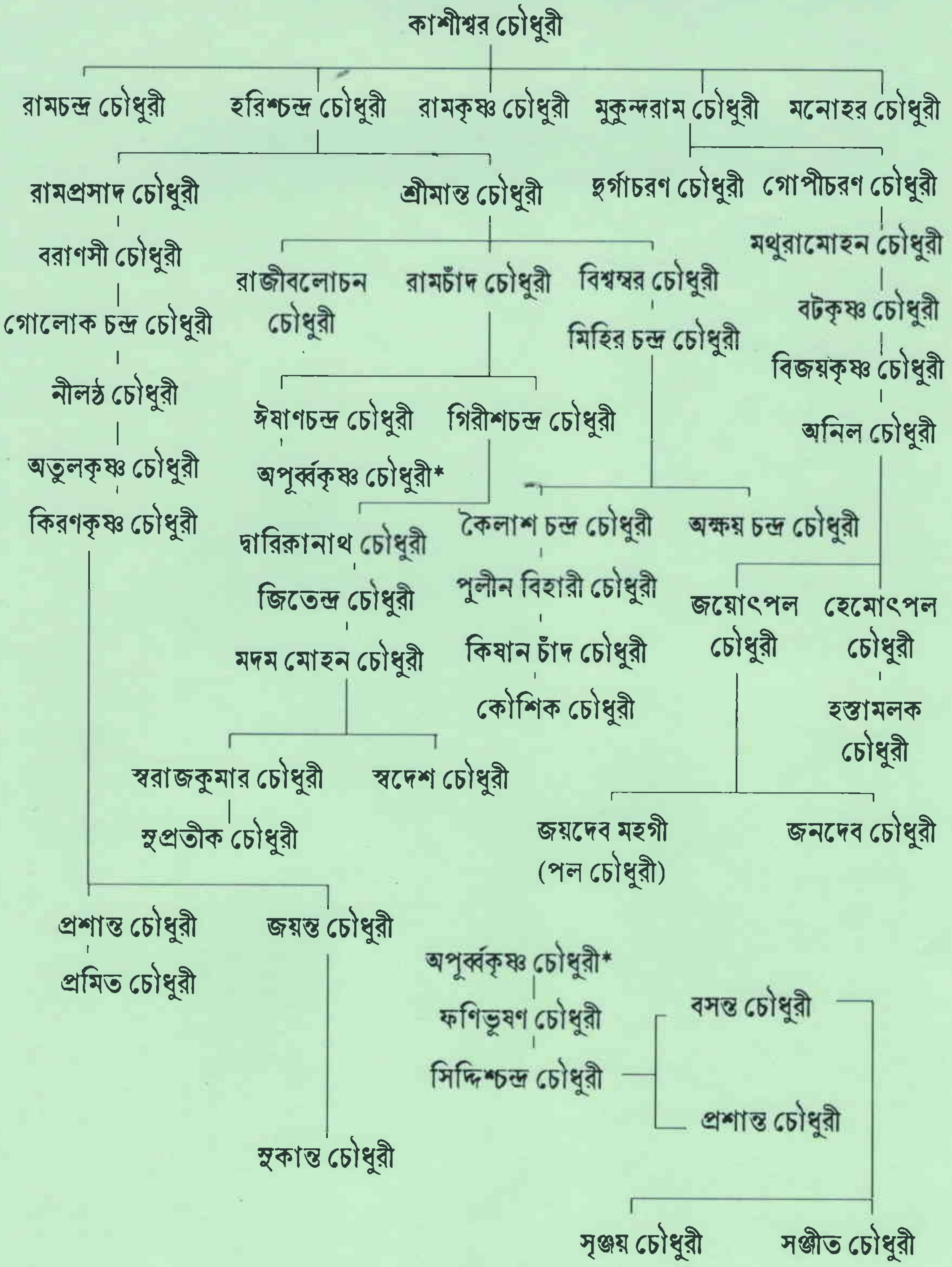
কাশীশ্বর চৌধুরী
রামচন্দ্র চৌধুরী
হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী
রামকৃষ্ণ চৌধুরী
মুকুন্দরাম চৌধুরী
মনোহর চৌধুরী
রামপ্রসাদ চৌধুরী
শ্রীমান্ত চৌধুরী
দুর্গাচরণ চৌধুরী
গোপীচরণ চৌধুরী
বরাণসী চৌধুরী
মথুরামোহন চৌধুরী
রাজীবলোচন চৌধুরী
রামচাঁদ চৌধুরী
বিশ্বম্বর চৌধুরী
গোলোক চন্দ্র চৌধুরী
বটকৃষ্ণ চৌধুরী
মিহির চন্দ্র চৌধুরী
বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী
নীলকণ্ঠ চৌধুরী
ঈষাণচন্দ্র চৌধুরী
গিরীশচন্দ্র চৌধুরী
অনিল চৌধুরী
অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী
অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী*
কিরণকৃষ্ণ চৌধুরী
দ্বারিকানাথ চৌধুরী
কৈলাশ চন্দ্র চৌধুরী
অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী
জিতেন্দ্র চৌধুরী
পুলীন বিহারী চৌধুরী
জয়োৎপল চৌধুরী
হেমোৎপল চৌধুরী
মদম মোহন চৌধুরী
কিষান চাঁদ চৌধুরী
কৌশিক চৌধুরী
হস্তামলক চৌধুরী
স্বরাজকুমার চৌধুরী
স্বদেশ চৌধুরী
সুপ্রতীক চৌধুরী
জয়দেব মহগী (পল চৌধুরী)
জনদেব চৌধুরী
প্রশান্ত চৌধুরী
জয়ন্ত চৌধুরী
প্রমিত চৌধুরী
অপূর্ব্বকৃষ্ণ চৌধুরী*
ফণিভূষণ চৌধুরী
বসন্ত চৌধুরী
সিদ্দিশচন্দ্র চৌধুরী
প্রশান্ত চৌধুরী
সুকান্ত চৌধুরী
সৃঞ্জয় চৌধুরী
সঙ্গীত চৌধুরী

দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজস্থ ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্ত কুলের শাখা

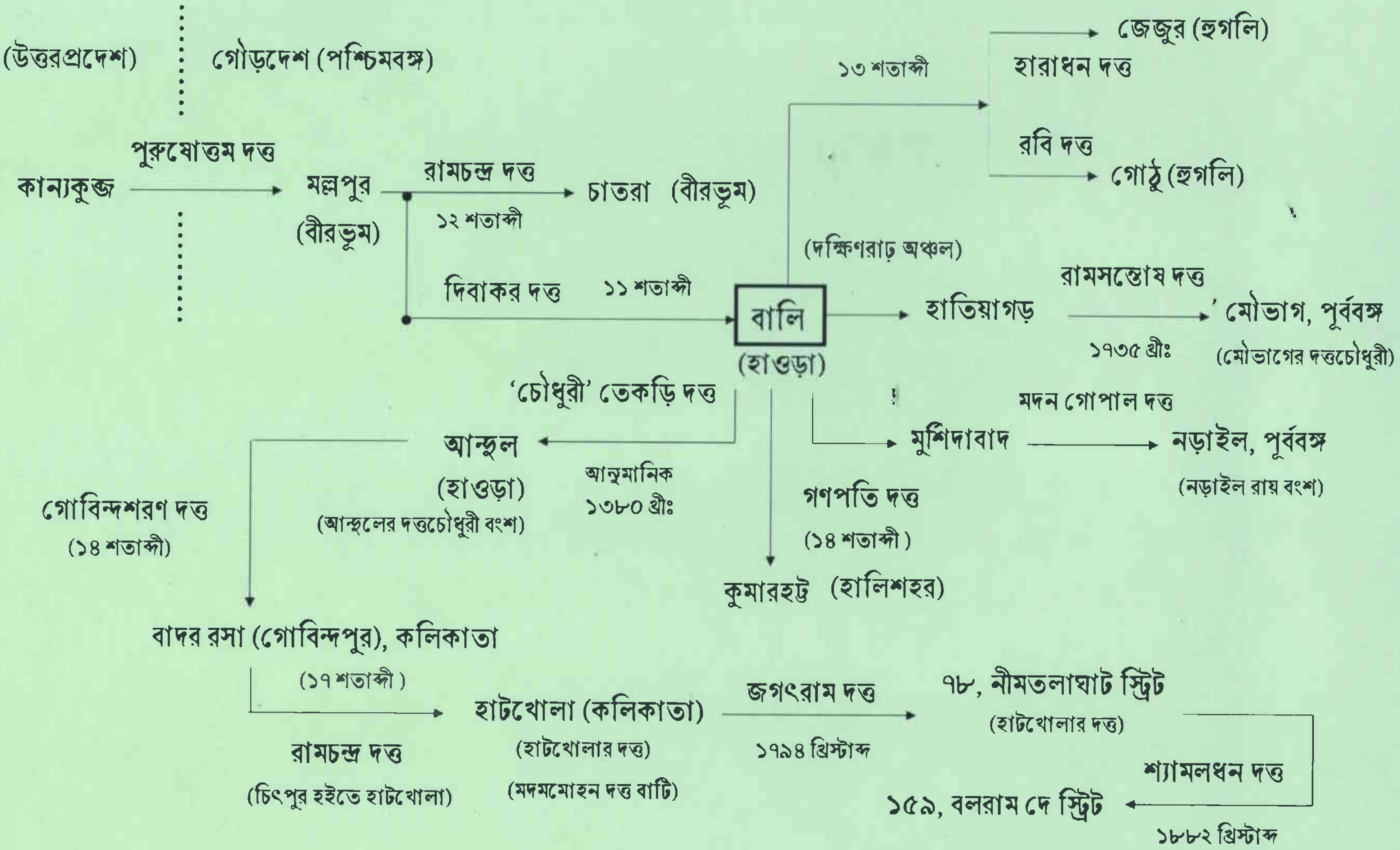

~ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ~

ক্রঃ নং	গ্রন্থের নাম	লেখক	প্রকাশিত সাল
১.	দত্ত বংশ মালা (প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ)	কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ	১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ ১৮৯৯খ্রিস্টাব্দ
২.	Ain-I-Akbari, Vol-II	AbulFazal	1891 CE
৩.	Bengal District Gazetters - Howrah	O'Malley and Chakravarty	1909 CE
৪.	ব্রহ্মকায়স্থ	বিমলা প্রসাদ দত্ত	১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ
৫.	কায়স্থ পত্রিকা (নবপর্য্যায় ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা)	–	বৈশাখ ১৩২৬ (১৯১৯ খ্রিঃ)
৬.	আমার গ্রামের কথা	অতুলকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী	১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
৭.	Bengal in the reign of Aurangazib (PhD papers, University of London)	Anjali Basu	1965 CE
৮.	কলিকাতার ইতিবৃত্ত	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
৯.	বালিগ্রামের ইতিহাস	মোহিত কুমার বন্দোপাধ্যায়	১৯৮২খ্রিস্টাব্দ
১০.	Dutta Chaudhuri Chronicles – Our Ancestry	Hemotpaul Chaudhuri	2016 CE 2020 CE 2022 CE
১১.	স্মৃতি লেখা	সুপ্তি বসু	২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ঘোষণা / Declaration

আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমাদিগের পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যা আমরা এই স্থান হইতে বর্ণনা করিয়াছি, 'Press Release' হিসাবে, সংবাদ মাধ্যমের সদস্যদিগের জন্যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমরা যাহা পড়িয়াছি। এগুলির মধ্যে কোনোটাই আমাদিগের নিছক কল্পনা ও অনুমান নহে।

We hereby declare that the brief history of our family which we have described here, for the shake of handing out to the members of the news media, as Press Release, for the purpose of providing official information for public release, is entirely what we have read. None of those is our mere imagination and assumption.

নাম / Name 1: **Hemotpaul Chaudhuri** (California, USA)
স্বাক্ষর / Signature:
নাম / Name 2: **Dhruba Dutta Chaudhury** (Andul, WB, India)
স্বাক্ষর / Signature:

তারিখ / Date: 26.09.2024
পারিবারিক সীল / Family seal:

Dutta Chaudhury Family
Andul